সমকাল

তারিখ ....23 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ...... কলাম ...৩ ......

মূল হোতা শরিফুল পলাতক অভিযোগও গঠন হয়নি

■ মুস্তাফিজ রনি, *রাবি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম সিদ্দিকী মুকুল হত্যাকাণ্ডের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ রোববার। দীর্ঘ এ সময়েও হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা একই বিভাগের শিক্ষার্থী ও নব্য জেএমবির সদস্য শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। আদালতে অভিযোগও গঠন হয়নি। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

অধ্যাপক রেজাউল হত্যার ১ বছর

রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি আবদুস সালাম জানান, আদালত মামলা আমলে নিয়েছে। তবে চার্জশিটভুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে এখনও অভিযোগ গঠন করা হয়নি। চার্জশিটে যে আটজনের নাম আছে তাদের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন সময় নিহত হয়েছেন। বাকি পাঁচজনের নামে শিগগিরই অভিযোগ গঠন করে মামলার কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, পাঁচজনের মধ্যে শরিফুল ইসলাম পলাতক। বাকিরা জেলহাজতে আছেন। তাদের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

মূল হোতা শরিফুল পলাতক

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মধ্যে তিনজন হত্যাকাণ্ড নিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন। এ হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রেজাউস সাদিক বলেন, শরিফুল ইসলামের বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। সে কোথায় আছে তা জানার চেষ্টা চলছে। সন্ধান পেলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে। গত বছরের ২৩ এপ্রিল সকাল পৌনে ৮টার দিকে নগরীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাসভবনের কাছে শিক্ষক রেজাউলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ বাদী হয়ে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় হত্যা মামলা করেন। গত বছর ৬ নভেম্বর রাজশাহী মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে শিক্ষক রেজাউল হত্যা মামলায় নব্য জেএমবির আটজনের নামে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। তারা হলেন– নব্য জেএমবির সদস্য খায়রুল ইসলাম বাঁধন, নজরুল ইসলাম ওরফে বাইক হাসান, ওসমান, মূল হোতা শরিফুল ইসলাম, ক্রপ সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রহমত উল্লাহ, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী বগুড়ার মাসকাওয়াত হাসান সাকিব ওরফে আবদুল্লাহ, রাজশাহী নগরীর খড়খড়ি নারিকেলবাড়িয়া এলাকার আবদুস সাত্তার ও তার ছেলে রিপন। চার্জশিট দাখিলের সময় তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, শিক্ষক রেজাউল হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী শরিফুল ইসলাম। তার নেতৃত্বে রাজশাহী অঞ্চলে নব্য জেএমবি সংগঠিত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা। তার অংশ হিসেবেই রাবি শিক্ষককে হত্যা করা হয়। হত্যায় চারজন সরাসরি অংশ নেয়। তারা হলো– শরিফুল ইসলাম, খায়রুল ইসলাম বাঁধন, নজরুল ইসলাম ওরফে বাইক হাসান ও মাসকাওয়াত হাসান। অন্য চারজনকে হত্যায় সহযোগিতা করায় চার্জশিটভুক্ত করা হয়।

জানা যায়, চার্জশিটভুক্তদের মধ্যে খায়রুল ইসলাম বাঁধন গত বছরের ১ জুলাই ঢাকার হলি আর্টিসান রেস্তোরাঁয় অভিযানের সময় ও নজরুল ইসলাম ওরফে বাইক হাসান গত বছরের ২ আগস্ট রাজশাহীতে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়। ঢাকায় বন্দুকযুদ্ধে নিহত অন্যজন হলো ওসমান।

এখনও মূল হোতা গ্রেফতার না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক রেজাউলের মেয়ে রিজওয়ানা হাসিন শতভী। তিনি সমকালকে বলেন, 'এতদিন হয়ে গেল অথচ শরিফুল এখনও গ্রেফতার হয়নি। শরিফুলকে গ্রেফতার করে বিচার কার্যক্রম শুরু এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করার দাবি জানাচ্ছি।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো একটি স্থাপনা অধ্যাপক রেজাউলের নামে নামকরণ করার দাবি জানিয়েছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া আজ রোববার হত্যার এক বছর পূর্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচিও নিয়েছে ইংরেজি বিভাগ। সকাল সাড়ে ৯টায় শহীদুল্লাহ কলা ভবনের সামনে থেকে শোকর্যালি, সকাল ১০টায় মুকুল মঞ্চে সমাবেশ এবং ইংরেজি বিভাগের সাহিত্য পত্রিকা 'সপ্তক'-এর অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তারা অতি দ্রুত শরিফুলকে গ্রেফতার ও বিচার কার্যক্রম শুরু করার দাবি জানান। ইংরেজি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এএফএম মাসউদ আখতার বলেন, এখনও মূল হোতা গ্রেফতার না হওয়ায় আমরা কিছুটা হতাশ। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ দুপুরে রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, প্রশিক্ষণ বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর